এসএসডি কর্মসূচী বিষয়ক ধারনা ও কর্ম-এলাকা সম্প্রসারণ বিষয়ে কর্মশালা

দুই দিনের এই কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৮ ও ১৯ মে ২০২৪ চুয়াডাঙ্গার ওয়েভ ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন সংস্থার ১৩ জন। IRV সংস্থা ২ জন, ওয়েভ ফাউন্ডেশন ২ জন, জ্যোতি ফাউন্ডেশন ১ জন, রুলফাও ১ জন, সেলফ-হেলফ সংস্থা ১ জন, কলেজ শিক্ষক ১ জন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক ১ জন, এসআরএস ১ জন, জেএসকেএস ১ জন ও এসএসডি ফাউন্ডেশন ২ জন।

কর্মশালার মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীরা মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, মানসম্পন্ন শিক্ষা কথাটির সাথে পরিচয় দীর্ঘদিনের হলেও এই কর্মশালায় অংশগ্রহণের ফলে বিষয়টির গভীওে প্রবেশ করা সম্ভব হয়েছে। ফলে এর গুরুত্ব ও বাস্তবায়নে দায়িত্বেও ক্ষেত্রে নতুন উপলব্ধিবোধ সৃষ্টি হয়েছে।

মানসম্পন্ন শিক্ষা অর্জনের জন্য সমাজের যে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা ও যৌক্তিকতা এসএসডি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে উপস্থাপন করা করা হয়েছে সেটা বেশ নতুন এবং যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। বিষয়টি বাস্তবায়নে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে, সেগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। সেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই ভাল একটি অর্জন সম্ভব হতে পারে।

এসএসডি নাটোর ও নীলফামারীর কর্মীদের দু'দিনব্যাপী ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কর্মশালা

কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৪ ও ১৫ জানুয়ারী ২০২৪ নাটোরে। কর্মশালায় প্রথমে এসএসডি ফাউন্ডেশন সম্পর্কে ধারনা প্রদান করা হয়। যেমন এসএসডি এর উদ্দেশ্য, কর্মসূচী বাস্তবায়ন কৌশল, সংস্থার নির্বাহী পরিষদ, কর্ম-এলাকা ইত্যাদি। কিছু মৌলিক বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে এখানে আলোচনা হয়েছে যাতে সবাই বুঝতে পারেন ও স্বাচ্ছন্দে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে পারেন। কাজের ক্ষেত্রে কর্মী ও কর্মকর্তাদের দায়ত্ব

হলো- কর্মসূচী এমনভাবে উপস্থাপন করা যেন কর্মসূচীর প্রতি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তারা ফ্যাসিলিটেটরের ভূমিকা পালন করবেন। ফ্যাসিলিটেটরের ভূমিকার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, প্রশ্ন উত্থাপন করা ও তথ্য উপস্থাপন করা। সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব অংশগ্রহণকারীদের, শিক্ষার্থীদের নেতা নির্বাচনের দায়িত্ব শিক্ষকদের,ক্লাস নেয়া ফ্যাসিলিটেটরের কাজ নয় ইত্যাদি। প্রশ্ন উত্থাপনের ধরন, তথ্য প্রদান, আচরণ, সমস্যা বিশ্লেষণ, সফল ফ্যাসিলিটেটরের উদাহরণ, সিদ্ধান্ত নেওয়া, উদ্যোগ গ্রহণ নিয়ে বেশ সময় ধরে মতবিনিময় হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে আরো আলোচনায় আসে, প্রভাবিত প্রশ্ন, মুক্ত প্রশ্ন, সব সময় সঠিক তথ্য দেওয়া, সময় মেনে চলা, গ্রহণযোগ্য ভাষায় উপস্থাপন করা, দক্ষতা অর্জন করা, ক্রিটিক্যাল এনালাইসিস শেখা, সাধারণ চিন্তা, ম্যাজিক্যাল চিন্তা ও বিশ্লেষণধর্মী চিন্তার পার্থক্য, বিশ্লেষণে ৫ W ও ১ H এর ব্যবহার, কোন বিষয়ের কারণের পিছনের কারণ এবং তার পিছনের কারণ বিশ্লেষণ করে মূল কারণ চিহ্নিত করার কৌশল শেখা, সকলের মতামত থাকলে সেই কাজটি ভালভাবে সম্পন্ন করা যায় ইত্যাদি।

এছাড়াও আলোচনায় আসে, সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, নিজেকে পরিবর্তনের মাধ্যমে অন্যকে অনুপ্রানিত করা, অন্যের স্বার্থ রক্ষা করে কিভাবে নিজের, সমাজ ও দেশের উন্নয়ন করা সম্ভব, উন্নয়নের পরিমাপক ও মূল্যায়ন।

মানসম্মত শিক্ষার উন্নয়নে কর্মশালা

পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলায় সপ্তগ্রাম শেখমাটিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২৬ অক্টোবর'২০২৪ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সংগঠন প্রজন্ম মেধা বিকাশ সোসইটির আয়োজনে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও পরিকল্পনা গ্রহণ বিষয়ে দিনব্যাপি কর্মশালা হয়েছে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, এসএমসি, অভিভাবক, সামাজিক উদ্যোগী ব্যক্তিবর্গ ও স্থানীয় প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। এখানে এসএসডি ফাউন্ডেশন কারিগরী সহায়তা করেছে। কর্মশালার শুরুতে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে কিছু বিষয় নির্ধারণ করা হয় যা নিয়ে আলোচনা হবে। যেমন এই স্কুলকে আমরা কেমন স্কুল দেখতে চাই, ভাল স্কুল করার ক্ষেত্রে আমাদের সামনে কি সমস্যা আছে তা চিহ্নিত করা এবং ৫ বছরের একটি পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়নে দায়িত্ব নির্ধারণ করা। তারপর দলীয় কাজের মাধ্যমে ৫ বছরের মধ্যে স্কুল কেমন উন্নত হবে তার একটি স্বপ্ন পোষ্টার পেপারে তৈরী করা হয়। স্বপ্নের মধ্যে আছে শিক্ষার্থী শুধু পাশ নয় মানসম্পন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত হবে যাতে যেকোন ভাল প্রতিষ্ঠানে ক্রমান্বয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, স্কুলে কম্পিউটার ল্যাব থাকবে ও লাইব্রেরী থাকবে, শিক্ষার্থীরা সাংস্কৃতিক চর্চা ও খেলাধূলায় পারদর্শী হবে যাতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে, গাছপালায় সুশোভিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মনোরম একটি স্কুল হবে। এরপর সমস্যা চিহ্নিত করা হয় যেমন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা সময়মত শতভাগ উপস্থিতি নেই, শিক্ষকদের দক্ষতার ঘাটতি, অভিভাবকদের অসচেতনতা,

দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরা কাজের জন্য অনুপস্থিত থাকে, সামাজিক পরিবেশের জন্য অনেক শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় অমনোযোগী, স্কুল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে নিজেরাই অসচেতন, এসএমসির কার্যকর সভা না হওয়া ইত্যাদি।

এরপর অংশগ্রহণকারীরা সম্মিলিতভাবে ৫ বছরের কর্ম-পরিকল্পনা করেছেন। সব শেষে ছিল মুক্ত মতামত প্রকাশ। প্রধান শিক্ষক বলেন নতুন বছরের শুরু থেকে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন সবার সহযোগিতায়। আরো কয়েকজন কর্মশালার মতামতের বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি ভাল স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য মতামত দেন এবং সহযোতির আশ্বাস দেন। এসএসডি ফাউন্ডেশনের পক্ষে নির্বাহী পরিচালক কারিগরী সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন।মোট অংশগ্রহণকারী ছিলেন ৪০ জন।